জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

পুর্বের অংশটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

দরজা খুলেই বুকটা ধড়াস করে উঠে। কাকলী দাঁড়িয়ে আছে, পারমিতার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। কাকলীর মুখটা বিষণ্ন। ও হাসি খুশি মেয়ে। আজ অন্যরকম। সে বলে,‘ কি ব্যাপার তূর্য, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছোনা?’ তূর্য সম্বিত ফিরে পায়। ম্লান হেসে বলে, ‘এস ভিতরে এস’। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, ‘অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর তুমি কেমন আছো?’ কাকলী শান্ত কণ্ঠে বলে,‘ভাল’।
‘তুমি একটু বস, মুখটা ধুয়ে আসি, চা খাবেতো?’
‘বাইরে যাবে?’
‘কোথায়?’
‘চা খেতে।’
একটু চুপ করে থেকে তূর্য বলে,‘তুমি একটু বসো, আমি রেডি হয়ে আসছি।’

কাকলী তূর্যের অবিন্যস্ত ঘরটার দিকে চোখ ঘুরায়। টেবিলের উপর মোটা একটা বইয়ের উপর তার দৃষ্টিটা আটকে যায়। ‘‘ডাস ক্যাপিটাল - কার্ল মার্ক্স’’। তূর্য আজকাল এইসব বই পড়ছে - অবাক হয়ে ভাবে কাকলী। বাহার মিয়া একবার উঁকি মারে। কাকলী ডাকে - ‘এই শোন্।’ বাহার মিয়া কাছে আসে।

‘কেমন আছিস?’
‘জ্বী ভাল’
‘আচ্ছা তুই পড়তে পারিস?’
‘হ্যাঁ’
‘কি পড়তে পারিস?’
‘ সরে অ সরে আ ক খ’
‘ভেরি গুড- এখন তুই আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়া- পারবি তো?’
মাথা নেড়ে বের হয়ে যায় বাহার মিয়া।

চায়ের কাপে মুখ দিয়ে কাকলী জিজ্ঞেস করে,‘কেমন আছো তূর্য?’ ব্যস্ত রেস্টুরেন্ট। চারদিকে অসংখ্য মানুষ চা নাস্তা খেতে খেতে খোশ গল্পে মশগুল। কাউন্টারে মালিকের পাশে একটা বড় ক্যাসেট। সেখান থেকে ফুল ভলুমে হিন্দী গান ভেসে আসছে।
তূর্য একটু চমকায়। বলে,‘ভাল’।
গভীর দৃষ্টিতে তূর্যকে একবার দেখে কাকলী তারপর বলে,‘ পারমিতাটা একটা ভীতু, সাহস করে একবার বলতে পারলোনা তোমার কথা ওর আব্বা আম্মার কাছে-’
তূর্য ক্লান্ত কণ্ঠে বলে,‘ও সব কথা থাক্’।

এরপর দীর্ঘ সময় ওরা চুপচাপ থাকে।

ফেরার সময় তূর্য হঠাৎ বলে, 'তুমি খুব একা হয়ে গেলে, না?'
'আমি?' একটু অবাক হয় কাকলী।
'না মানে তোমরা দুই বান্ধবী সব সময় এত ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকতে।'
কাকলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর বলে,' তা ঠিক তবে ওকে এখন আমার বন্ধু বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়।' তূর্য একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ও যে এত লোভী আর স্বার্থপর তা জানতাম না। বিদেশে থাকে শুনে, পয়সাওয়ালা শুনে একেবারে খুশি হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে গেল।' ওর কথার ধরণে হেসে ফেলে তূর্য। তারপর বলে,'কাকলী এখন তুমি বাড়ি যাও'। বলেই হন হন করে চলে যায় তূর্য।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সাথে ঝড়ো বাতাস। জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে প্রবল বেগে। তূর্য জানালা লাগাতে যায়। দমকা বাতাসে ভেসে আসে মাটির সোঁদা গন্ধ আর তীব্র বেগে কাগজী লেবু পাতার গন্ধ। কিছু সময়ের জন্য সে স্থবির হয়ে যায় যেন। জানালা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসে। গন্ধটা ঘরের মধ্যে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে চমকে উঠে, তার সমস্ত দেহ শিউরে উঠে। তার মস্তিষ্কের ভিতরে, তার সমস্ত চেতনা জুড়ে গন্ধটা। সে অচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কাগজী লেবু পাতার গন্ধ পাওয়া যেত একমাত্র পারমিতার শরীরে। কাগজী লেবু পাতার গন্ধ! কিন্তু এখানে তো পারমিতা নেই। পারমিতা আর কোনদিন এখানে আসবেনা। কোন দিন না। কেন সে ভুলতে পারছেনা? হতাশায় হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়ে সে। বিছানা আর বালিশে পাগলের মত ঘুসি মারে। তারপর শ্রান্ত হয়ে সেখানেই নির্জীবের মত চোখ বুঁজে পড়ে থাকে।

সেদিনও এমনি বৃষ্টি ছিল। সন্ধ্যায় পারমিতার বিয়ে। সে একটা বিয়ের কার্ড পেয়েছিল। বিয়ের কার্ডে সোনালী অক্ষরে লেখাঃ
বর মো, ইশতিয়াক আহমেদ।
কনে মোসাম্মাৎ রওশন আরা (পারমিতা)।
চোখটা জ্বালা করছিল। বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন । এত দিন সে ভেবেছিল পারমিতা শুধু তারই। আর কারও নয়। বুকের ভেতরে দারুণ শূণ্যতা। সে বসেছিল পদ্মার ধারে বাঁধের উপরে সিমেন্ট বাঁধানো আসনে। বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। হাওয়া খেতে যারা এসেছিল তারা চলে গেছে। সে একা বসে আছে। আশে পাশে আর কেউ নেই। সমস্ত চরাচর জুড়ে সীমাহীন নির্জনতা। সন্ধ্যার আঁধার নামতে শুরু করেছে। ঘন অন্ধকার আকাশ থেকে মাঝে মাঝে দু এক ফোঁটা বৃষ্টি তার মাথায় এসে পড়ছে। সে চুপচাপ বসেই থাকে। বাড়তে থাকে বৃষ্টির বেগ। সে তার দুই হাত মাথার নীচে দিয়ে সেই শান বাঁধানো আসনে শুয়ে পড়ে। চোখে মুখে এসে পড়ছে বৃষ্টির কণা। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজে যাচ্ছে তার সমস্ত শরীর। সে উপুড় হয়ে বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ অনুভব করে। এবং অতি আশ্চর্য জনক ভাবে ঐ অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে একটা স্বপ্নও দেখে। দেখে শ্বেত শুভ্র সাদা রং এর একটা বাচ্চা পরী তাকে ডাকছে। সে হাত বাড়ায়। পরীটা তাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক অদ্ভুত সুন্দর দেশে। চারিদিকে নানা বর্ণের ফুল ফুটেছে, প্রজাপতি উড়ছে, আর পাখিরা কিচির মিচির করছে। চারপাশে অনেক পরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবার পরনে সাদা ধবল পোশাক। ছোট্ট পরীটা তাকে পরীদের রাণীর কাছে নিয়ে

যায়। সিংহাসনে বসে আছে রাণী। সে তূর্যকে কিছু একটা বলে। কিন্তু পাখির কলরব আর বৃষ্টির তুমুল শব্দের জন্য সে কিছু শুনতে পায় না। ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন গভীর রাত। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে পান্ডুর বিবর্ণ চাঁদ ছেঁড়া মেঘের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে। ঠান্ডায় হিম হয়ে যাচ্ছে তার শরীর।

জামিল হাসান সুজন, ১৫/০২/২০০৮, সিডনী